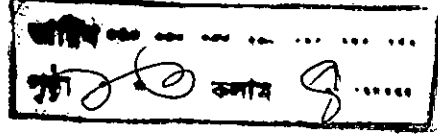


দৈনিক ইকিলাব



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে দৃষ্টি আকর্ষণ
পটুয়াখালী সরকারী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের '৯৭-৯৮
ইং শিক্ষাবর্ষের পাট-৩ (অনুষ্ঠিত ২০০১ ইং) পরীক্ষার গত ৬-
৫-২০০০২ ইং তারিখের সদ্য প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়
যে, মোট ৪৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে মাত্র
২০ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। বাকি সবাই মূল সব বিষয়ে
পাস করার পরও কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষায় ২/১ নম্বর কম
পাওয়ার কারণে অকৃতকার্য হয়। এই মাত্র ২/১ নম্বরের জন্য
তাদেরকে আবার ৬টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। সামনে
পরীক্ষার আর মাত্র ২ মাসের মত বাকি। এই স্বল্পসময়ে নতুন
সিলেবাসে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দেয়াটা কি অমানবিকতার
পর্যায় পড়ে না? তাছাড়া যেখানে ৩ বছরের অনার্স কোর্স শেষ
করতে ৪ বছর সময় লেগেছে সেখানে মাত্র ২/১ নম্বরের জন্য
আরও ১টি বছর লস দিতে হবে। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
মেনে নেয়াটা যে কতটা কষ্টকর, তা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন

কি? অপরদিকে দেখা যায় যে, '৯৮-৯৯ ইং শিক্ষাবর্ষে যেসব
ছাত্র-ছাত্রী কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ে অকৃতকার্য হবে তারা আবার
গুধুমাত্র কম্প্রিহেনসিভে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সেহেতু,
'৯৭-৯৮ ইং শিক্ষাবর্ষে পাট-৩ পরীক্ষায় প্রথমবারের মত
কম্প্রিহেনসিভ বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে সেহেতু কর্তৃপক্ষ এর
কোন বিকল্প ব্যবস্থাই ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাখেননি।
দেশের প্রচলিত অন্যান্য পরীক্ষায় (যেমন- এসএসসি,
এইচএসসি, ডিগ্রী পাস) দেখা যায় যে, কোন বিষয়ে ফেল
করলে শুধু ঐ বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে
এক বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতকার্যদের মত পরবর্তী
শ্রেণীতে ভর্তি হবার সুযোগ পায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের
ক্ষেত্রে এরকম সুযোগ থাকা যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত।
এবারের অনার্স পাট-৩ পরীক্ষার ফল বিপর্যয় গুটি কয়েক
কলেজে নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দেশের সব
কলেজগুলোতেও একই অবস্থা। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট
আমাদের আকুল আবেদন যে, ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের কথা
চিন্তা করে যারা ২/১ নম্বর কম পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে
তাদেরকে কৃতকার্য ঘোষণা করা হোক অথবা গুধুমাত্র
কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা নেয়া হোক এবং মাস্টার্স-এ ভর্তির
সুযোগ দেয়া হোক। বিষয়টি আত্মসুরাহার জন্য মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

-ডলি, শিপন, রাসেল, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।